দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ - - - - - - -
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ এক ছাত্রীকে মানষিক নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং অভিযুক্ত শিক্ষককে বহিষ্কারের দাবিতে আইন বিভাগের সামনে ছাত্রছাত্রীদের অবস্থান ধর্মঘট (ডানে), ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল (বাঁয়ে) —জনকণ্ঠ

রাজশাহী ভার্সিটির শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রী নির্যাতনের অভিযোগ

রাজশাহী, ৮ আগস্ট, সংবাদদাতা ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রভাষক খোরশেদুজ্জামানের বিরুদ্ধে তারই বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রীকে নিজ চেম্বারে ডেকে নিয়ে "অশালীন আচরণ ও মানষিক নির্যাতনের" গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। নির্যাতিত ছাত্রীটিকে অজ্ঞান অবস্থায় মঙ্গলবার রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার পর্যন্ত ছাত্রীটি আশঙ্কামুক্ত হয়নি বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষক খোরশেদুজ্জামানকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দাবিতে আইন বিভাগের শতাধিক ছাত্রছাত্রী বুধবার ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করে। এর আগে তারা আইন বিভাগের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ের সামনে ৩ ঘণ্টা অবস্থান ধর্মঘট পালন করে এবং উপাচার্যকে একটি স্মারকলিপি দিয়েছে। স্মারকলিপিতে উক্ত শিক্ষকের অপসারণসহ ৪ দফা দাবি বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ রয়েছে।

আইন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা জানায়, মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে প্রভাষক খোরশেদুজ্জামান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী বকুলকে ক্লাস না করার 'অপরাধে' নিজ চেম্বারে ডেকে নিয়ে অশালীন আচরণ ও মানসিক নির্যাতন চালায়। এ সময় উক্ত শিক্ষকের চেম্বারে আর কেউ ছিল না। প্রভাষক খোরশেদুজ্জামানের চেম্বার থেকে বের হবার পর পরই বকুল অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলে বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীরা তাকে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে নিয়ে যায়। সেখান থেকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করে। দীর্ঘ সময় অক্সিজেন দিয়ে রাখার পর তার জ্ঞান ফিরলেও সে এখনও আশঙ্কামুক্ত নয় বলে হাসপাতাল সূত্র জানায়। উপাচার্যকে দেয়া স্মারকলিপিতে আইন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা ঐ প্রভাষকের বিরুদ্ধে অশোভন আচরণের এবং অস্বাভাবিকভাবে কম নম্বর দেয়ার অভিযোগ উত্থাপন করে তা তদন্তের দাবি জানিয়েছে। এছাড়া স্মারকলিপিতে তাৎক্ষণিকভাবে খোরশেদুজ্জামানকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের যাবতীয় একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার দাবি জানানো হয়েছে।